পাক্ষিক

আহ্মদী

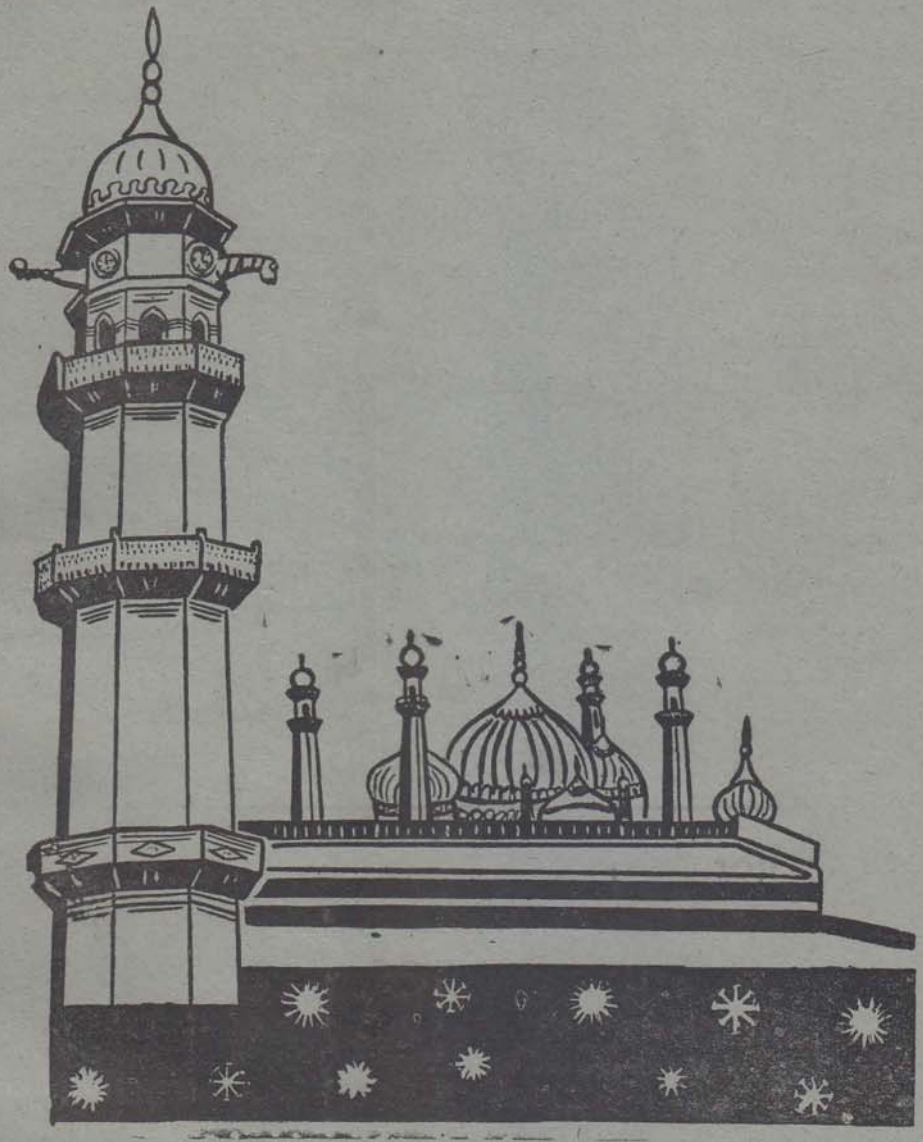

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৪শ সংখ্যা
৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৮ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৪শ সংখ্যা
৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৮ ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৭১৯
॥ হাদীস	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৭২১
॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৭২৫
॥ হায়াতে তাইয়্যেবা	॥ মৌলবী আবদুল কাদির (রহঃ)	॥ ৭২৫
॥ হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ (রাঃ)	॥ আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া	॥ ৭৩০
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ৭৩৩
॥ কৃপণ যদি জানত দান করলে বেড়ে যায়	॥ আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল	॥ ৭৩৫
॥ মৌলবী আবদুল মালেক খাদিম (রহঃ) স্মরণে	॥ গোলাম ছমদানী খাদিম	॥ ৭৩৭
॥ হযরত আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ) স্মরণে	॥ আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল	॥ ৭৪০
॥ সংবাদ	॥	॥ ৭৪৫

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে নভেম্বর : ১৯৬৮ সন : ৩০শে নবুওত : ১৩৪৭ হিজরী শামসী : ১৪শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা হুদ

৮ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮৫ ॥ মাদয়্যানবাদীদের নিকট তাহাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লার এবাদত কর—তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য উপাস্য নাই এবং তোমরা মাপ এবং ওজনকে কম করিও না। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ

অবস্থায় দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি পরিবেষ্টনকারী দিনের শাস্তিকে ভয় করিতেছি।

৮৬॥ এবং হে আমার জাতি! তোমরা মাপ ও ওজনকে ন্যায়ের সহিত পূর্ণমাত্রায় পরিমাপ করিও এবং লোকদিগকে তাহাদের (প্রাপ্য) জিনিস কম দিও না এবং উপদ্রবকারী হইয়া পৃথিবীতে অমঙ্গলের বিস্তার করিও না।

৮৭॥ যদি তোমরা সত্যই মুমিন হইয়া থাক তবে (নিশ্চয় জানিও) আল্লাহ্ যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছেন, তাহাই তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম এবং আমি তোমাদের জন্য রক্ষক (প্রেরিত) হই নাই।

৮৮॥ তাহারা বলিল, হে শোয়ায়েব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ দিতেছে যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহার এবাদত করিত তাহা আমরা ত্যাগ করিব এবং আমরা আমাদের সম্পত্তিতে যদৃচ্ছা ব্যবহার করাও ত্যাগ করিব? নিশ্চয় তুমি (দেখি একজন) অতি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোক।

৮৯॥ সে বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা বলত দেখি যদি আমি আমার প্রভু হইতে সমাগত প্রকাশ্য প্রমাণের উপর অবস্থিত থাকি এবং তিনি তাঁহার নিজ সমীপ হইতে আমাকে উত্তম জীবিকা দান করিয়া থাকেন (তাহা হইলেও কি উহা বলিব না)? এবং আমি চাই না যে, তোমাদিগকে যাহা হইতে বারণ করিব, তাহাতে আমি তোমাদের বিপরীত আচরণ করিব। এবং আমি যথাসাধ্য তোমাদের সংশোধন করা ব্যতীত অন্য কিছু চাহি না। এবং আল্লার অনুগ্রহ ব্যতীত আমার কোন সাধ্য নাই। একমাত্র তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে বারবার অবনমিত হই।

৯০॥ এবং হে আমার জাতি! আমার শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এমন পাপ করিতে প্রবৃত্ত না করে, যাহার ফলে তোমাদের উপর সেইরূপ বিপদ নুহের জাতি অথবা হুদের জাতি অথবা সালেহের জাতির উপর আসিয়াছিল এবং লূতের জাতিতো তোমাদিগ হইতে বেশী দূরবর্তী কালের নহে।

৯১॥ এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাহার দিকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু বারবার দয়াকারী প্রেমময়।

৯২॥ তাহারা বলিল, হে শোয়ায়েব যাহা বল তাহার অধিকাংশই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে একজন দুর্বল লোক মনে করি এবং যদি তোমার (প্রবল) গোষ্ঠী না থাকিত তবে তোমাকে আমরা নিশ্চয় প্রস্তরাহত করিতাম এবং তুমি আমাদের নিকট তত সম্মানী নহ।

৯৩॥ সে বলিল, হে আমার জাতি তোমাদের নিকট কি আল্লাহ্ হইতে আমার গোষ্ঠী অধিকতর প্রবল এবং তোমরা তাঁহাকে (বিস্মৃত জিনিসের ন্যায়) তোমাদের পৃষ্ঠের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ। নিশ্চয় আমার প্রভু তোমরা যাহা করিতেছ তাহা বেষ্টন করিয়া আছেন।

৯৪॥ হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের স্থানে কার্য করিতে থাক। নিশ্চয় আমিও কার্য করিতে থাকিব। অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে সে কে, যাহার উপর

লাঞ্ছনাকারী শাস্তি আসিবে এবং কে মিথ্যাবাদী এবং তোমরা প্রতিষ্ঠা কর আমিও তোমাদের সহিত প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিব।

৯৫॥ এবং যখন আমাদের শাস্তির আদেশ আসিল আমরা শোয়ায়েবকে ও তাঁহার সঙ্গীয় মুমিন-দিগকে আমাদের নিজ দয়াগুণে রক্ষা করিলাম। এবং যাহারা অত্যাচারী ছিল তাহাদিগকে সেই শাস্তি ধৃত করিল। উহাতে তাহারা তাহাদের গৃহে অধোমুখে ভূমিতে পড়িয়া রহিল।

৯৬॥ যেন তাহারা উহাতে কখনও ছিল না। জানিয়া রাখ মদয়্যানবাসীরা খোদা হইতে দূর হইয়া গেল, যে ভাবে সামূদ জাতি (খোদা হইতে) দূর হইয়া গিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

★

॥ হাদীস ॥

রমযানের রোযা

(১)

তোমাদের নিকট রমযান আসিয়াছে—মোবারক মাস। ইহার রোযা আল্লাহ্ ফরয করিয়াছেন তোমাদের প্রতি। আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হইয়াছে ইহার মধ্যে এবং ইহার মধ্যে দোযখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হইয়াছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি রাত্রি আছে যাহা এক হাজার মাস হইতে উত্তম। যে ইহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত। (আহমদ, নেসায়ী)।

(২)

আল্লাহর রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, রমযানের জন্য শাবানের নূতন চাঁদ হইতে হিসাব রাখ। (তিরমিজী)।

(৩)

আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) শাবান মাস সম্বন্ধে খেয়াল রাখিতেন, অন্য মাস সম্বন্ধে তত খেয়াল রাখিতেন না। চাঁদ দেখিলেই তিনি রমযানের রোযা রাখিতেন। মেঘ থাকিলে তিনি (শাবানের) ত্রিশ দিন গণনা করিতেন এবং রোযা রাখিতেন। (আবু দাউদ)।

(৪)

"নূতন চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং নূতন চাঁদ দেখিয়া রোযা শেষ কর; যদি মেঘ থাকে তাহা হইলে শাবানের সংখ্যা হিসাব কর ত্রিশ পর্যন্ত।"

(বোখারী, মোসলেম)।

(৫)

যে দিন সম্বন্ধে সন্দেহ আছে সে দিনে যে রোযা রাখে, সে নিশ্চয় কাশেমের পিতার [রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর] অবাধ্যতা করিয়াছে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নিসায়ী)

(৬)

এক আরবী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলিলেন; নিশ্চয় আমি নূতন চাঁদ দেখিয়াছি—রমযানের চাঁদ। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি স্বাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। সে উত্তর

করিল, হাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি স্বাক্ষ্য দিতেছ মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসুল। সে বলিল, হাঁ! তিনি বলিলেন, হে বেলাল, জনগণের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও; আগামী কাল তাহাদের সকলকে রোযা রাখিতে হইবে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নিসায়ী)।

(৭)

প্রভাতের পূর্বে যে রোযা রাখার সঙ্কল্প না করে, তাহার রোযা নাই। (তিরমিযি, আবু দাউদ)।

(৮)

সেহরী খাও, কারণ সেহরীতে বরকত আছে।

(মোসলেম, বোখারী)

(৯)

যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি রোযা এফতার করিবে, ততদিন তাহারা উন্নতিশীল থাকিবে।

(বোখারী, মোসলেম)।

(১০)

পেয়ালা হাতে থাকা অবস্থায় (পানাহারে রত থাকা অবস্থায়) যদি তোমাদের মধ্যে কেহ (ফজরের) আযান শোনে তাহা হইলে সে পেয়ালা নামাইয়া রাখিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পরিতৃপ্ত হয়। (আবু দাউদ)

(১১)

আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, যাহারা রোযা এফতার করিতে দ্রুত তাহারা আমার দাসগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। (তিরমিজী)।

(১২)

যে কেহ মিথ্যা আলাপ এবং অনুরূপ কার্য পরিত্যাগ না করে, আল্লাহ্‌র প্রয়োজন নাই যে সে পানাহার পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ রোযা রাখে)।

(বোখারী, মোসলেম)।

(১৩)

রোযা এবং কুরআন মানবের জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে: হে প্রভু! আমি তাহাকে দিবাভাগে আহার ও রতিক্রিয়া হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম। অতএব আমাকে তাহার জন্য এক সুপারীশকারী কর। কুরআন বলিবে: আমি তাহাকে রাত্রের ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম। অতএব আমাকে তাহার জন্য এক সুপারিশকারী কর।

এই ভাবে উভয়ে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে।

(বাইহাকী)।

(১৪)

কত রোযাদার আছে যাহাদের রোজা হয় না, পরন্তু তাহাদের ক্ষুৎ-পিপাসা সার; এবং কত রাত্রের নামাযী আছে, যাহাদের নামায হয় না; রাত্রি জাগরণ সার। (দায়রীমী)।

(১৫)

আদম সন্তানের প্রত্যেক পুণ্য কার্যের পুরস্কার উহার দশ হইতে সাত শত জন পর্যন্ত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন: রোযা ব্যতিরেকে। কারণ উহা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং উহার পুরস্কার। সে আমার জন্য রিপু দমন করে এবং আহার পরিহার করে।' রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ। একটি হইল রোযা এফতার করার সময় এবং অপরটি হইল প্রভুর সহিত মিলিত হইবার সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের (যিকরে এলাহি জনিত) সৌরভ মৃগনাভীর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রোযা ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমাদের কেহ রোযা রাখ, মন্দ বাক্য উচ্চারণ করিবে না অথবা চেঁচামেচি করিবে না। যদি কেহ তোমাদের গালি দেয় বা মারামারি করিতে আসে, তাহা হইলে বলিও: আমি রোযাদার। (মুসলিম ও বুখারী)।

(১৬)

যখন রমজান আসিত আল্লার রসুল (সাঃ) সকল কৃতদাসকে মুক্ত করিতেন এবং সকল সায়েলকে (আবেদনকারী, ভিক্ষুককে) দান করিতেন।

(বাইহাকী)।

(১৭)

আল্লাহর রসুল (সাঃ) মানবকুলের মধ্যে সেরা দানশীল ছিলেন এবং রমযানে তাহার দান ক্রিয়া চরমে পৌঁছিত। (মুসলিম ও বুখারী)।

(১৮)

আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) রোযা অবস্থায় অগণিত বার দাঁত মাজিতেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)।

(১৯)

রোযাদার গড়গড়া করিয়া মুখ হইতে পানি ফেলিয়া দিবার পর তাহার মুখে যে পানি থাকিয়া যায়, মুখের লালার সহিত উহা গিলিলে, উহাতে কোন ক্ষতি নাই; তবে কফ গিলিবে না। যদি কেহ কফ সংযুক্ত লালা গিলে, আমি (আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলি না যে তাহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহা করিতে নিষেধ করা যাইতেছে।

(বুখারী)।

(২০)

রোযা অবস্থায় যে ভুলে পানাহার করে, সে যেন রোযাকে পূর্ণ করে (অর্থাৎ রোযা না ভাঙ্গে), কারণ আল্লাহ, তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন।

(বোখারী, মোসলেম)।

(২১)

রোযা অবস্থায় কেহ বমি করিলে উহার জন্য কাযা করিতে হইবে না এবং ইচ্ছা করিয়া বমি করিলে কাযা করিতে হইবে। (তিরমিজী, এবনে মাজা, আবু দাউদ)।

(২২)

এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ)-কে বলিল: আমার চক্ষে দোষ আছে। আমি কি সুরমা ব্যবহার করিতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন: হাঁ।

(তিরমিযি)।

(২৩)

এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন: আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি (মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী) আরজ (নামক স্থানে) আল্লাহর রসুল রসুল (সাঃ) পিপাসা ও উত্তাপে (কাতর হইয়া) তাঁহার মাথায় পানি ঢালিতেছিলেন। (মালেক, আবু দাউদ)।

(২৪)

তিনটি বিষয়ে রোযা ভাঙ্গে না। রক্তক্ষরণ, বমি এবং স্বপ্নদোষে। (তিরমিযি)।

(২৫)

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) রোযা অবস্থায় তাহাকে চুম্বন দিতেন এবং আলিঙ্গন করিতেন এবং তিনি তাহার কাম রিপুর উপর তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংযম শক্তির অধিকারী ছিলেন। (মুসলিম ও বুখারী)।

(২৬)

আবু হোরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন: এক ব্যক্তি রসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) আলিঙ্গন করা সম্বন্ধে। তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে আবেদন জানাইল। তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন।

যাহাকে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন, সে বৃদ্ধ ছিল এবং যাহাকে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন, সে যুবক ছিল। (আবু দাউদ)।

(২৭)

আয়েশা (রাঃ)-কে মোয়াযা আল আদাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: ঋতুবতী স্ত্রীলোক যে ভাঙ্গা রোযা রাখে এবং ছাড়া নামাজ না পড়ে তাহার সম্বন্ধে কি আদেশ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন: আমরা ভুক্তভোগী ছিলাম এবং আমাদিগকে ভাঙ্গা রোযা পুরা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ছাড়া নামায পুরা করার আদেশ দেওয়া হয় নাই।

(মুসলিম)।

(২৮)

রসুল (সাঃ) সফরে ছিলেন; তিনি দেখিলেন, একজন মানুষকে জনতা ঘিরিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, এখানে কি? তাহারা বলিল, 'একজন রোযাদার মানুষ।' তিনি বলিলেন, 'সাধু ব্যক্তির জন্য সফরে রোযা নাই।' (বোখারী, মোসলেম)।

(২৯)

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুসাফিরের জন্য নামাযের অর্ধেক লাঘব করিয়া দিয়াছেন এবং মোসাফির, স্তন্যদানকারিনী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের উপর হইতে রোযা নামাইয়া দিয়াছেন। (আবু দাউদ,—এবনে মাজাহ্‌, নেসায়ী)

(৩০)

যে সফরের মধ্যে রমজানের রোযা রাখে, তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে বাড়ীতে রোযা রাখে না।

(এবনে মাজাহ্‌)।

(৩১)

যদি কেহ রোযা বকেয়া রাখিয়া মারা যায়, তাহা হইলে তাহার ওয়ারিশ তাহার জন্য রোযা রাখিবে।

(বোখারী, মোসলেম)।

(৩২)

ঈদুল ফেতের ও ঈদুল আজহার দিনগুলিতে কোন রোযা নাই। (বোখারী, মোসলেম)।

(৩৩)

তোমরা কেহ জুমআর দিনে (নফল) রোযা রাখিবে না, যদি উহার পূর্বের ও পরের দিনের রোযাও না রাখ।

(৩৪)

হযরত রসুল (সাঃ) মৃত্যুকাল পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন এতেকাফ করিতেন। (বোখারী, মোসলেম)।

(৩৫)

হযরত রসুল (সাঃ) তাঁহার জীবনের শেষ বছর বিশদিন এতেকাফ করিয়াছিলেন। (বোখারী)

(৩৬)

এতেকাফ অবস্থানকালীন কেহ রোগীকে দেখিতে যাইবে না, জানাযার নামাযে যোগদান করিবে না, স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে না, তাহার সহিত সহবাস করিবে না এবং অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন অবস্থায় সে বাহিরে আসিবে না। রোযা ব্যতিরেকে এতেকাফ হয় না। (আবু দাউদ)।

(৩৭)

প্রত্যেক রমজানে লায়লাতুল কদর আছে।

(আবু দাউদ)।

(৩৮)

ওবেদা বিন সামেত বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন আমাদিগকে লায়লাতুল কদর জানাইতে। দুই মুসলমান ঝগড়া করিতেছিল। তিনি বলিলেনঃ আমি তোমাদিগকে লায়লাতুল কদর জানাইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা ঝগড়া করিতেছিল, আমি ভুলিয়া গেলাম। উহা জানিলে তোমাদের ভাল হইত। এখন (এতেকাফের) নবম, ও সপ্তম অথবা পঞ্চম রাত্রিতে উহার অনুসন্ধান কর। (বুখারী)।

(৩৯)

রমযানের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে লায়লাতুল কদরের অন্বেষণ কর। (বোখারী)।

(৪০)

আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে আল্লাহর রসুল, লায়লাতুল কদর জানিতে পারিলে আমি কি করিব? তিনি উত্তর দিলেনঃ বলঃ হে আল্লাহ্‌, তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা প্রিয়। অতএব আমাকে ক্ষমা কর।' (ইবনে মাজা, তিরমিযি)।

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

অপবিত্রগণ কখনও প্রভুর দরবার হইতে সাহায্য পায় না।
তিনি কখনও আপন ভক্তগণকে বিনষ্ট করেন না॥
যে নিজেকে বিলীন করিয়া দেয়, সেই তাঁহার নৈকট্য পায়।
আত্ম-শ্লাঘাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার মহান দরবারে আসন পায় না॥
বন্ধুগণ ইহাই একমাত্র উপায় তাঁহাকে লাভ করিবার।
সকল ফাঁদ পুড়াইয়া তাঁহার হস্তের অনুসন্ধান কর।

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গর্ভণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯০১ সনে সমগ্র ভারতবর্ষের আদম শুমারি করা হইবে। হযরত আকদাস তখন পর্যন্ত জমাআতের কোন নাম মনোনীত করেন নাই। লোকে "মীর্জায়ী", "কাদিয়ানী" প্রভৃতি নামে তাঁহার জমাআতকে আখ্যায়িত করিতেছিল। এই জন্য হুযুর জমাআতের কোন উপযোগী নাম রাখা জরুরী বিবেচনা করিলেন। তিনি তাঁহার জমাআতের নাম "মুসলমান আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়" রাখিলেন। হুযুর একটি ইশ্‌তাহারে এই নামের হেতু বর্ণনা করিয়াছিলেন :

"এবং এই সম্প্রদায়ের নাম 'মুসলমান আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়' এজন্য রাখা হইয়াছে যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামার দুইটি নাম ছিল। এক, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। দ্বিতীয়, আহ্‌মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম। 'মুহাম্মদ নাম 'জালালী' (প্রতাপ-প্রকাশক) নাম ছিল এবং ইহাতে এই প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তরবারি দ্বারা ঐ সকল শত্রুদিগকে সাজা দিবেন, যাহারা তরবারি দ্বারা ইস্‌লামের উপর আক্রমণ চালায় এবং শত শত মুসলমানকে হত্যা করে ;

কিন্তু 'আহ্‌মদ' নাম 'জামালী' (সৌন্দর্য্য বিকাশক) নাম ছিল। ইহার অর্থ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম পৃথিবীতে প্রেম ও শান্তি বিস্তার করিবেন। সুতরাং খোদা এই উভয় নামেরই এই প্রকারে বিভাগ করিলেন যে, প্রথমতঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মক্কার জীবনে 'আহ্‌মদ' নামের বিকাশ হয়। সর্ব প্রকারে ধৈর্য্য ধারণ ও সহনশীলতার শিক্ষা ছিল। তারপর মদিনার জীবনে 'মুহাম্মদ' নামের বিকাশ হয়। বিরুদ্ধাচরণকারীদের শাসন করিবার প্রয়োজনীয়তা খোদা-তা'লার প্রজ্ঞায় ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থায় অনুভূত হইল। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, শেষ যুগে আবার 'আহ্‌মদ নাম প্রকাশ পাইবে এবং এমন ব্যক্তি জাহের হইবেন, যাঁহার দ্বারা আহ্‌মদীয় গুণাবলী অর্থাৎ, 'জামালী' (সৌন্দর্য্য বিকাশক) গুণাবলী প্রকাশ পাইবে এবং যাবতীয় যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইবে। সুতরাং এই কারণেই সমীচীন মনে হয় যে, এই সম্প্রদায়ের নাম 'আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় রাখা হয়।" ১

১৯০০ সনের গ্রন্থ :

১। 'তোহফা গযনবিয়া' হযরত আকদসের বিরুদ্ধবাদিতায় মৌলবী আবদুল হক গযনবী সাহেব একটি ইশ্‌তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ইশতাহারে তিনি এক তো হযরত আকদসের কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে নানারূপ প্রশ্ন করেন, তদ্ব্যতীত হুযুর ভারতবর্ষের উলামা ও মশায়েখগণের সম্মুখে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এই প্রস্তাব পেশ করেন যে, তাঁহারা রোগীদের আরোগ্যের দ্বারা দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করুন। খোদার সান্নিধ্য প্রাপ্ত 'মুকরিব' কে আপনাপনি ধরা পড়িবে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মৌলবী আবদুল হক এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, সারা দেশের উলামাগণ কিরূপে একত্রিত হইতে পারেন এবং তাঁহাদেরর খরচ বহন করিবে কে? এই ইশতাহারের জবাবে হযরত আকদস এই কেতাব প্রণয়ন করেন। ইহা ১৯০০ সনে রচিত হইলেও ইহা ১৯০২ সনের ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হয়।

২। 'জেহাদ' এই কেতাবে জেহাদের মূল নীতি ও যথার্থ তত্ত্ব বর্ণনা করেন। জেহাদের সঠিক অর্থ না বুঝিয়া লুণ্ঠন হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসপাতকে যাঁহারা "জেহাদ" বলিয়া আখ্যায়িত করেন, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়।

৩। 'লুজ্জাতুন নূর'—এই কেতাব হযরত আকদস আরব দেশগুলির উলামা ও মাশায়েখগণকে তবলীগ করিবার জন্য প্রণয়ন করেন। এই কেতাবে 'মাহদী ও মসিহ' হওয়ার দাবী অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রমাণ করা হয়। যদিও এই কেতাব ১৯০০ সনে লিখিত হইয়াছিল, তবু অন্যান্য কেতাবের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ায় ইহা তাঁহার ওফাতের পর ১৯১০ সনে প্রকাশিত হয়।

৪। 'তোহফায়ে গোলড়ভিয়া' (প্রারম্ভ)—পীর মেহের আলী শাহ্‌ সাহেব 'শামসুল-হেদায়া' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মৌলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আহ্‌সান আমরোহী সাহেব ইহার প্রত্যুত্তরে 'শাম্‌সে বাযেগা' প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। তথাপি হযরত আকদস নিজেও ইহার জবাব লিখা সমীচীন মনে করিলেন। ১৯০০ সনের শেষ ভাগে তিনি এই কেতাব প্রণয়ন আরম্ভ করেন। ১৯০১ সন ইহার প্রণয়ন শেষ হয় এবং ১৯০২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা প্রকাশিত হয়। এই কেতাবে তিনি তাঁহার দাবী এবং দলীল খুবই খুলিয়া বলিলেন। এই

(১) 'ইশতাহার', ৪ঠা নবেম্বর ১৯০০ সন, 'তবলীগে রেসালত', ৯১ পৃঃ।

কেতাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা লিখিত আছে। এক জন বুযুর্গ আল্লাহ্‌র অলি হযরত সৈয়দ মীর কোঠেওয়ালে পীর সাহেবের সাক্ষ্য ইহাতে আছে। ইমাম মাহদী আখের-উয্-যমান সম্বন্ধে তাঁহার মুরীদগণের সম্মুখে এই সাক্ষ্য প্রদান করেন। ইনি একজন অতিশয় কামেল বুযুর্গ ছিলেন। ইয়ুস্যুফযাই এলাকায় কোঠ নামক পল্লীতে তিনি বাস করিতেন এবং কোঠেওয়ালে পীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি ১৮৯৪ সনে ওফাত প্রাপ্ত হন। তাঁহার ওফাতের পূর্বে হযরত ইমাম মাহদী আলাই-হেস সালাম জাহের হওয়ার সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেন, তাহা আমরা এখানে মৌলবী হাকিম মুহাম্মদ ইয়া-হয়িয়া সাহেব দ্বীপগেরীনীর মাধ্যমে বর্ণনা করিব। হাকিম সাহেব স্বয়ং কোঠ গমন করেন। তথায় তিনি পীর সাহেবের মুরীদগণের নিকট যে সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে দুইটি সাক্ষ্য তিনি হযরত আকদসের খেদমতে এক পত্র দ্বারা নিবেদন করেন এবং তাহা এই :

১। "একজন হাফেযুল কোরআন নুর মুহাম্মদ সাহেব, মৌলিক বাসস্থান গড়হী আমাযই, হাল সাকিন কোঠ, বলেন, হযরত (কোঠওয়ালে) এক দিন অজু করিতেছিলেন। আমি সম্মুখে বসা ছিলাম। বলিলেন, 'আমরা এখন অন্য কাহারো সময়ে বাস করিতেছি।' আমি ইহা বুঝিতে পারি নাই। নিবেদন করিলাম, 'হযরত আপনার কি এতই বয়স হইয়াছে যে, আপনার সময় অতীত হইয়াছে। আপনার সমবয়স্ক বহু লোক এখনও অত্যন্ত সুস্থা-বস্থায় তাহাদের সংসার ধর্ম পালন করিতেছে'। বলিলেন, 'তুমি আমার কথা বুঝ নাই। আমার বলার উদ্দেশ্য অন্য'। অতঃপর বলিলেন, 'খোদার তরফ হইতে ধর্ম সংস্কারের জন্য যে একজন বান্দা আবির্ভূত হন, তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এজন্য আমি বলিতেছি, আমরা অন্যের যুগে বাস করিতেছি'। অতঃপর বলিলেন, 'তিনি এমন হইবেন যে, আমার তো লোকের সহিত কিছু সম্বন্ধ আছে কাহারো সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিবে না। তাঁহার প্রতি এত কঠোরতা অবলম্বন করা হইবে, তিনি এমন বিপদাপন্ন হইবেন যে, পূর্ববর্তী কোন যুগে ইহার দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু তিনি কোনই পরওয়া করিবেন না। ...অতঃপর আমি নিবেদন করিলাম, 'নাম, পরিচয়, বা বাসস্থান বলুন'। বলিলেন, 'বলিব না'। ১

২। অপর ভদ্রলোকের, নাম গুলযার খাঁ মূল বাসস্থান বাড়ারীর গ্রাম, পেশাওর। বর্তমানে কোঠ শরীফের সন্নিকটে টোপী নামক এক স্থানে বাস করেন। এই বুযুর্গ বহু কাল যাবত হযরত সাহেবের (অর্থাৎ, পীর কোঠওয়ালে সাহেবের) সঙ্গে বাস করেন। তিনি হলফ করিয়া বলিয়াছেন যে, এক দিন হযরত সাহেব প্রকাশ্য মজলিসে বসা ছিলেন। তখন তাঁহাকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। বলিলেন, আমার কোন কোন বন্ধু মাহদী আখের যমানকে স্বচক্ষে দর্শন করিবেন'। নিকটবর্তী স্থানেই মাহদী প্রকাশিত হইবেন এবং তাঁহাকে দেখিতে পারিবে, এই সঙ্কেত ছিল। আবার বলিলেন, "তাঁহার বাক্য নিজ কানে শুনিবেন।"২ "সেইরূপ, এক ব্যক্তি মীর্যা মুহাম্মদ ইসমায়িল ৩—ইনি মাদ্রাজের এলাকায় এক সময়ে স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন—হযরত মৌলবী সৈয়দ সারওয়ার শাহ সাহেবের নিকট বলিয়াছেন

(১) 'তোহ্‌ফা গোলড়ভিয়া ; হাসিয়া, ৫৭ পৃঃ। (২) 'তোহফা গোলড়ভিয়া', পাদ টীকা, ৫৭ পৃঃ।

(৩) এই মীর্যা মুহাম্মদ ইসমায়িল সাহেব পেশাওরের হযরত মৌলানা গোলাম হাসান খাঁ সাহেবের শ্বশুর এবং হযরত আকদসের সমর্থক ছিলেন।

যে, তিনি দীর্ঘ সময় হযরত কোঠেওয়ালে পীর সাহেবের নিকট বাস করেন। তিনি বলিতেন যে, মাহদী আখের যমান জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এখনো তিনি প্রকাশিত হন নাই'। নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'নাম বলিব না। কিন্তু এতটুকু বলিব যে, তাঁহার ভাষা পাঞ্জাবী'।"১

এই হযরত সৈয়দ মীর কোঠেওয়ালেই সেই বুযুর্গ ছিলেন, যাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হযরত মৌলবী আবদুল্লাহ গযনবী সাহেব বায়আত গ্রহণ করেন।২

'তোহ্‌ফায় গোলড়ভিয়ার জমিমায় (পরিশিষ্টে) হযরত আকদস لو تقول علينا আয়েতের সুবিস্তৃত তফসীর বর্ণনা করিয়াছেন এবং তেইশ বৎসর পর্যন্ত কোন ভণ্ড দাবীকারীর জন্য ১৫ দিন সময় এবং পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এই কেতাবের টাইটেল পেজে হযরত আকদস পীর মেহের আলী শাহ সাহেব সম্বন্ধে ইহাও লিখিয়াছেন ঃ

"যদি তিনি ইহার৩ প্রতিযোগিতায় কোন কেতাব লিখিয়া আমার এই সকল দলীল প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত খণ্ডন করেন এবং পরে মৌলবী আবু সায়িদ মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী বাটালায় এক সভা আহুত করিয়া আমাদের উভয়ের উপস্থিতিতে আমার সমস্ত দলীল এক একটি করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে বর্ণনা পূর্বক প্রত্যেক দলীলের মুকাবিলায় যাহা তিনি কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি বা হস্তক্ষেপ না করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে শোনাইবেন—পীর সাহেবের জবাবগুলি শোনান এবং খোদা-তা'লার কসম করিয়া বলেন যে, এই জবাবগুলি ঠিক এবং যে সকল দলীল উপস্থিত করা হইয়াছে, তৎসমুদয়কে খণ্ডন করিতেছে—তবে আমি মবলগ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার জয়লাভের পর পীর সাহেবকে এই সভাতেই দিব।"

৫। 'আরবায়ীন'—তখন তুমুল বিরোধিতা চলিতেছিল। এজন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট প্রতিযোগিতাসম্পন্ন প্রবল যুক্তি সর্ব্বোতঃ দেওয়ার জন্য তাঁহার দাবীর সম্বন্ধে ক্রমাগত চল্লিশটি ইশ্‌তাহার প্রকাশ করিবেন। এই সঙ্কল্প অনুসারে তিনি এই সকল ইশ্‌তাহারের নাম 'আরবায়ীন' রাখিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম ইশ্‌তাহারটি তো ইশ্‌তাহারের আকৃতিতেই বাহির হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী ইশ্‌তাহার গুলির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। তজ্জন্য ঐগুলি বহির আকারে বাহির হইতে লাগিল। এই প্রকার চারিটি বহি বাহির হইলে তাহা একখানি মধ্যাকৃতির কেতাব হইয়া পড়িল। ইহাতে তিনি ইহাকেই যথেষ্ট বিবেচনা পূর্বক এই চারিটি রিসালাকে একটি কেতাবের আকারে প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নাম "আরবীয়ীনই রহিল।

গায়ের আহ্‌মদী ইমামের পিছনে নামায নিষিদ্ধ হইল কেন?

তখন পর্যন্ত হযরত আকদস তাঁহার জামাআতকে গায়ের আহ্‌মদীগণের ইমামতে নামায পড়িতে নিষেধ করেন নাই। কিন্তু এখন বিরোধিতা এই সীমানায় পৌঁছিল যে, কোন আহ্‌মদী নামায পড়িবার জন্য গায়ের আহ্‌মদীগণের মস্‌জিদে গেলে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত নির্য্যাতন করা হইল। যে সকল মৃন্ময় পাত্র দ্বারা তাঁহারা অযু করিতেন, ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত। যে চাটায়ের উপর তাঁহারা নামায পড়িতেন, তাহা দগ্ধ করা হইত। যে ফরাসের উপর

(১) 'তোহ্‌ফা গোলড়ভীয়া,' ৫৫—৫৭ পৃঃ, পাদটীকা। (২) "সাহনেহ হযরত মৌলবী আবদুল্লাহ, গযনবী, ২৮ পৃঃ। (৩) অর্থাৎ, 'তোহ্‌ফায়া গোলড়ভীয়া'।

আহ্‌মদীরা দাঁড়াইতেন, সেই ফরাস ধৌত করা হইত। এমন কি, কোন কোন উলামা-হযরত মেঝে ক্ষোদাই করিত এবং আহ্‌মদীগণকে নানা প্রকার কষ্ট দেওয়া হইত। ফাৎওয়া দেওয়া হইল যে, আহ্‌মদী কোন পংক্তিতে দাঁড়াইলে শূকর যেন দাঁড়াইত। তদবস্থায় নিকটে যাঁহারা দাঁড়াইতেন তাঁহাদের নামায হইত না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আকাশ পাতালের খোদাও এই সকল অবস্থা দর্শন করিতেছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহার বান্দার সহযোগে ঘোষণা করিলেন :—

"সুতরাং, স্মরণ রাখিবে যে, খোদা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন তোমাদের জন্য হারাম, সম্পূর্ণ হারাম যে তোমরা কোন 'কাফের' ও 'মিথ্যাবাদী' আখ্যাদাতা বা দ্বিধাকারীর পিছনে নামায পড়। তোমাদের তিনিই ইমাম হইবেন, যিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে হইবেন। ইহারই প্রতি বুখারীর হাদিস এক দিক দিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে امامكم منكم (ইমামুকুম্ মিন্‌কুম) অর্থাৎ, যখন মসিহ্ নাজেল হইবেন, তখন মুসলমান হওয়ার দাবীদার অন্য সম্প্রদায়গুলিকে তোমাদের সর্ব্বোতঃ ভাবে ত্যাগ করিতে হইবে এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্যে হইতেই হইবেন। সুতরাং, তোমরা তাহাই করিবে। তোমরা কি চাও যে, খোদার দোষারূপ তোমাদের মাথার উপর থাকে? তোমাদের 'আমল' (কর্ম) বিনষ্ট হয় এবং তোমাদের কিছুই খবর থাকে না। যে ব্যক্তি আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, সে আন্তরিকভাবে আজ্ঞা পালনও করে। প্রত্যেক অবস্থায় আমাকে মীমাংসক নির্দ্ধারণ করে। সর্ব প্রকার বিবাদে আমার নিকটেই মীমাংসার প্রার্থী হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে না, তাহার মধ্যে উদ্ধতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বমত প্রাধান্য পাইবে। সুতরাং, অবহিত হও, সে আমার মধ্য হইতে নয়। কারণ, সে আমার কথা যাহা আমি খোদা হইতে পাই সম্মানের সহিত দেখে না। এজন্য আকাশে তাহার সম্মান নাই।" ১

এই ঘোষণা তৎকালীন গায়ের আহ্‌মদী মৌলবীগণের উপর কোন বিশেষ ক্রিয়া করে নাই সত্য। তাঁহারা বরং ইহাতে তাঁহাদের বিজয় হইল বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহারা আহ্‌মদীগণকে মস্‌জিদগুলি হইতে বাহির করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু এখন আহ্‌মদীগণের বিরুদ্ধে উল্টা দোষারোপ করা হয় যে, ইহারা তাঁহাদের পিছনে নামায পড়েন না।

(ক্রমশঃ)

---

(১) 'আরবায়ীন' নং ৩, ৩৪ পৃঃ, পাদ-টীকা।

★

একটি অবিস্মরণীয় নাম

হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতিফ (রাঃ)

[তথ্য 'মুসলীম হেরাল্ড' পত্রিকা হইতে সংগৃহীত]

আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাদিয়ান হইতে শেষ বিদায়

খেহল্‌ম হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছুদিন পরই ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে হযরত আবদুল লতিফ হযরত আহমদের নিকট স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিদায়ের দিনে হযরত আবদুল লতিফের জন্য হযরত আহমদের গভীর ভালবাসার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। হযরত আহমদ তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য কাদিয়ান বাটালা সড়কে দীর্ঘ ৪ মাইল রাস্তা পায়ে হাটিয়া অগ্রসর হন।

বিদায়ের জন্য উভয়ে উভয়ে মুখামুখি হন। হযরত আহমদ হাত তুলিয়া তাঁহার নিরাপদ সফরের জন্য দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনা করেন। হযরত আবদুল লতিফও প্রার্থনায় শামিল হন। বিদায় মুহূর্তে হযরত আবদুল লতিফের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। তাহাকে বিদায় দিয়া হযরত আহমদও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাদিয়ানে ফিরিয়া আসেন।

মাতৃভূমি ঘোষ্টে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবদুল লতিফ শাহ ঘাসি সর্দ্দার আবদুল কুদ্দুস এবং কাবুলের নগর কতোয়াল সর্দ্দার মোহাম্মাদ হোসেনের নিকট কয়েকটি পত্র লিখেন। এই সকল পত্রে তিনি ভারত তাঁহার সফরের পূর্ণ বৃত্তান্ত এবং যুগের মসিহ ও মাহদী হযরত আহমদ (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এই খবরগুলি কাবুলের আমিরের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্যও নগর কতোয়ালের নিকট অনুরোধ জানান।

হযরত আবদুল লতিফের গ্রেফতার ও কাবুল আনয়ন

আমির হাবিবুল্লা খানের ছোট ভাই নসরুল্লা খান পূর্ব হইতেই হযরত আবদুল লতিফের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিরূপ ছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া সর্দ্দার মোহাম্মাদ হোসেনের নিকট হইতে হযরত আবদুল লতিফের পত্রগুলি চাহিয়া পাঠান এবং উহাতে নিজে রং চং চড়াইয়া আমির হাবিবুল্লার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তিনি হযরত আবদুল লতিফকে কাবুলে আসিতে বাধ্য করার জন্য এবং তাঁহার বিশ্বাস মুসলমান পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে প্রমাণ করিতে বাধ্য করার জন্য আমিরকে পরামর্শ দান করেন। খোষ্টের হাকিমের নিকট হযরত সাহেবজাদার গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রেরণ করা হয়। এই লোকটিও অতি গোড়া ছিল। সে হযরত আবদুল লতিফকে গ্রেফতার করিয়া হাজতে আটকাইয়া রাখে এবং পরে বিশেষ প্রহরাধীনে কাবুলে প্রেরণ করে।

কাবুলে আর্কে শাহীর পার্শ্ববর্ত্তী একটি স্থানে হযরত সাহেবজাদা সাহেবকে একটি সংকীর্ণ প্রকষ্টে আটকাইয়া

রাখা হয়। পরে তাঁহাকে তাঁহারই ছাত্র আমির হাবিবুল্লার নিকট উপস্থিত করা হয়।

আমির তাঁহাকে তাঁহার কাদিয়ান সফরের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া জনমতের খাতিরে তাঁহার আহমদী হওয়ার কথা অস্বীকার করিতে পরামর্শ দেন। হযরত আবদুল লতিফ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত জবাব দেন যে, তিনি কোরান ও হাদিস দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যাঁহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহাকে তিনি কখনো মিথ্যা বা অসত্য বলিতে পরিবেন না। তিনি বলেন যে তিনি, ব্যক্তিগত ভাবেও হযরত আহমদের সত্যদাবীর প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। তিনি আরও জানান যে, তাঁহার আহ্‌মদী হওয়ার কথা অস্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই তাঁহার জন্য অধিক শ্রেয়।

হযরত আবদুল লতিফ কাবুলের কোন একটি স্থানে তাঁহার এবং কাবুলের অন্যান্য ধর্মীয় পণ্ডিতদের মধ্যে একটি বাহাসের আয়োজন করার জন্য স্বয়ং উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণ শ্রবণের পর রাজকীয় রায় দানের জন্য আমিরকে পরামর্শ দান করেন।

বাহাস ও এক তরফা রায়

আমির তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং জামে মসজিদের নিকটবর্তী মাদ্রাসা সুলতানিয়ায় বাহাস অনুষ্ঠানের জন্য একটি তারিখ ঘোষণা করেন। বাহাসের দিন নির্দিষ্ট সময়ে বহুলোক মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে আসিয়া সমবেত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত আবদুল লতিফকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় বাহাস-স্থলে উপস্থিত করা হয়। আমিরের প্রধান ধর্মীয় গুরু মোল্লা আবদুর রাজ্জাক খান বিপক্ষদলের নেতৃত্ব করেন। গুজরাট জেলার ডাঃ আবদুল গনি বাহাসে উভয় পক্ষের হারজিত নির্ধারণের জন্য প্রধান বিচারক নিযুক্ত হন। ডাঃ আবদুল গনি একজন গোড়া মুসলমান ছিলেন এবং তখন তিনি আফগান সরকারের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণপদে বহাল ছিলেন।

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ-এর সত্যতা এবং জেহাদের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। সকাল সাতটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত বাহাস চলিতে থাকে। অবশেষে বিপক্ষের আলেমগণ যখন বুঝিতে পারেন যে, তাহাদের অবস্থা ক্রমেই নাজুক হইয়া আসিতেছে তখন তাহারা দ্রুত বহাস গুটাইয়া ফেলেন। জন-সাধারণ বাহাসের ফলাফল জানার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। ডাঃ আবদুল গনি নির্বিচারে হযরত আবদুল লতিফকে পরাজিত ঘোষণা করেন। অজ্ঞ জনতার মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়। তাহারা রাজকীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণের জন্য আর্কেশাহীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আমির হাবিবুল্লাকে পূর্বেই ডাঃ আবদুল গনির রায় সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছিল। ডাঃ আবদুল গনি হযরত আবদুল লতিফকে একজন ধর্মত্যাগী হিসেবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞালাভের উপযুক্ত রায় দেন।

দুইটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য

পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক কাবুল বাহাসের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী কোন এক কাজ উপলক্ষে পেশোয়ার আগমন করেন। ঘটনাক্রমে সীমান্ত প্রদেশের আমির কাজী মোহাম্মাদ ইউসুফের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি জানান যে, বাহাসে হযরত আবদুল লতিফ সম্পূর্ণভাবে পবিত্র কোরান, হাদিস ও সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহার বিপক্ষ দলের পক্ষে দলীল প্রমাণ বলিতে কিছুই ছিল না এবং তাহাদের প্রায় বক্তব্যগুলিই ছিল পরস্পরবিরোধী। তিনি ইহাও স্বীকার করেন হযরত আবদুল লতিফের

তুলনায় তাঁহার বিপক্ষ দলের আলেমদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত স্বল্প ও অগভীর।

ইউসুফজাই এলাকার বাগদাদার উপজাতীয় প্রধান খান বাহাদুর রিসালদার মুঘলবাজ খানও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং বাহাস মহফিলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান যে, বিপক্ষ দলের প্রধান আলেম আবদুর রাজ্জাক নিজেও তাহার ভাষণে এই কথা স্বীকার করিয়াছিল যে, সাহেব জাদা সাহেবের ন্যায় তাঁহার এত গভীর জ্ঞান নাই এবং তিনি বাহাসের ব্যাপারে তাঁহার বিপক্ষের ন্যায় এত অভিজ্ঞ নহেন।

আমির হাবিবুল্লা বারবারই হযরত আহমদের সত্যতা অস্বীকার করার জন্য হযরত আবদুল লতিফকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু যতবারই তাঁহাকে এইরূপ চাপ দেওয়া হইত ততবারই তাঁহাকে ততোধিক দৃঢ় দেখা যাইত। অবশেষে বাদশাহ হাবিবুল্লা মোল্লাদের চাপে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের ফরমানে স্বাক্ষর দান করেন।

এই ঘটনায় আমির হাবিবুল্লার চরিত্রের সর্বাধিক যে দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে তাহা হইতেছে তিনি মোল্লাদের ভয়ে স্বয়ং বাহাসের কাগজ-পত্র পর্যন্ত স্বয়ং পড়িয়া দেখার সাহস পান নাই। এই ব্যাপারে ধূর্ত নসরুল্লা খানও তাঁহাকে দারুণভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। মোল্লাদের ফতোয়া অনুমোদন করিয়া হযরত আবদুল লতিফের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় স্বীয় নাম দস্তখতের মাধ্যমে আমির হাবিবুল্লা তাঁহার নিজের এবং সমগ্র রাজ-পরিষদের উপর কি ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিল তাহা বুঝিতে তখনও তাঁহার কিছুটা সময় ছিল। আমিরের দিব্য চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইত যে, কাবুলের স্বচ্ছ আকাশ ক্ষণিকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের কালো মেঘে মসিকৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

হযরত আবদুল লতিফের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় রাজকীয় দস্তখত গ্রহণের সংগে সংগে নসরুল্লা খান তাহা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া দেয়। জন-সাধারণ মৃত্যুদণ্ড দর্শনের জন্য দলে দলে আর্কে শাহীর সম্মুখে আসিয়া সমবেত হইতে থাকে। দারুণভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও হ্যাণ্ডকাপ পরিহিত অবস্থায় হযরত আবদুল লতিফকে প্রতিরক্ষা দফতরের সড়ক ধরিয়া বালাসর প্রাসাদের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রাসাদটি আর্কেশাহী হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে আরমাই পর্বতে অবস্থিত ছিল। হযরত সাহেব-জাদার গ্রীবাদেশে তাহার মৃত্যুদণ্ড ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বালাসর প্রাসাদের দক্ষিণ দিকেই ছিল একটি পুরাতন সমাধিস্থল। ধনী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সেই সমাধিস্থলে সমাহিত করা হইত। জনতা মিছিল সহকারে সমাধিস্থলে পৌঁছিলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্য আড়াই ফিট গভীর একটি গর্ত্ত খনন করা হয় এবং তথায় হযরত আবদুল লতিফের শরীরের অর্ধেক অংশ পুতিয়া দেওয়া হয়। আমির পুনরায় হযরত আবদুল লতিফকে আহমদীয়ত ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

জনতা হযরত আবদুল লতিফকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলে তিনি উচ্চস্বরে কলেমা পাঠ করেন, "আমি স্বাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার রসুল।" কলেমা পাঠ শেষ হইতে না হইতেই নসরউল্লা খান কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটি ইষ্টক হযরত সাহেবযাদার মস্তকে আসিয়া আঘাত করে। তিনি কাবার প্রতি মুখ করিয়া পুনরায় পবিত্র কোরানের আয়াত পাঠ করিতে শুরু করেন—"হে আল্লাহ্ তুমি ইহজগতে এবং পর-জগতে আমার অবিভাবক। আমাকে তুমি একজন সত্যিকার মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দাও এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের দলের অন্তর্ভুক্ত কর।"

অপর এক সূত্রে বলা হয় যে মোল্লা আবদুর রাজ্জাকই সর্ব প্রথম হযরত সাহেবযাদার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইষ্টক নিক্ষেপের সময় সে বলিয়াছিল যে, যে কেহ এই ধর্মত্যাগীকে প্রস্তর বর্ষণ করিবে সেই বেহেস্তে প্রবেশ করিবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে হযরত আবদুল লতিফের নশ্বর দেহ চতুষ্পার্শ হইতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের স্তূপে তলাইয়া যায়। পৃথিবীতে ধর্মের নামে এই ধরণের নির্মম হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি খুজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

নসরউল্লা খান হযরত আবদুল লতিফকে হত্যা করিতে পারিয়া উল্লসিত হইয়া উঠে। রক্ত পিপাসু জনতা একজন সত্যিকার খোদা প্রেমিককে হত্যা করিয়া তৃপ্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। অপর দিকে এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কাহ্হার খোদার ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। সমগ্র কাবুলে এক মহা ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠানের জন্য গজবের ফেরেস্তারা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ১৯০৩ সালের ১৪ই জুলাই আফগানিস্তানের ইতিহাসে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। (ক্রমশঃ)

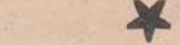

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

শিক্ষক ছাড়া হয় না শিক্ষা

'আরব রাষ্ট্রের ঐক্যজোট গঠনে ব্যর্থতা' এই নামে গত ৬ই জানুয়ারী কায়রো হইতে স্থানীয় সংবাদ পত্রাদিতে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটির সারমর্ম হলো—ইসরাইল হামলার ক্ষত মুছে ফেলার ব্যাপারে একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠনে ব্যর্থ হওয়ায় আরব রাষ্ট্র সমূহকে কঠোর সমালোচনা করা হয়। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই সমালোচনা করা হয়।

কোরআন করীমে মোমেনদেরকে একতার কথা বলতে গিয়ে সীসাগলিত প্রাচীরের উপমা দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ) শতদা-বিচ্ছিন্ন আরবদেরকে একতার এমন এক দৃঢ় বন্ধনে নিয়ে আসেন দুনিয়ার ইতিহাসে যার কোন তুলনা খুজে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের মধ্যে সারা বিশ্ববাসীকে একতাবদ্ধ করার বীজ রোপিত হয়েছে। এনিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো তাঁরই উম্মতরা সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়েও বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠতে পারছে না। তাতে স্বতই প্রশ্ন জাগে তথাকথিত মুসলমানেরা মোমেন বলে দাবী করতে পারে কিনা।

মুসলমানদেরকে একটি কথা গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করতে আহ্বান জানাচ্ছি! রসুলুল্লা (সাঃ)-এর সময়ে আরবেরা বিচ্ছিন্ন ছিলো—অজ্ঞতা ও আদর্শ-হীনতার দরুণ। এজন্য ঐযুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয়ে থাকে। মহান শিক্ষক রসুল করীমের স্পর্শে তাদের সব অন্ধতার দুর হয়ে গেলো। তারা

শুধু নিজেরাই আলোর সন্ধান পেলো না, জগত বাসীকেও পথ দেখালো।

এখন প্রশ্ন জাগে কোরআন মজিদের শিক্ষা হুবহু থাকাসত্বেও আরবদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগের প্রায় সব চিহ্নই দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে আত্মকলহ ও বিচ্ছিন্নতা ব্যাপারে। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শুধু কিতাবই মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়, এর সাথে শিক্ষকেরও প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টি হৃদয়ংগম করা তেমন কঠিন কিছু নয়। একটু গভীর-ভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, শুধু নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনেই নয়, জাগতিক ব্যাপারে কথাটা পরিপূর্ণ ভাবে খাটে। শুধু কিতাব দিলেই ছেলেমেয়েরা শিখতে পারে না। এমন কি নাইট স্কুলের বৃদ্ধেরাও তা পারে না। কিতাবের সাথে শিক্ষকেরও দরকার। বরং কিতাব ছাড়াও শিক্ষকের মারফত অনেক কিছু শিখা যায়। কিন্তু শিক্ষক ছাড়া শিখা খুবই দুষ্কর। অবশ্য শিক্ষক ও কিতাবের সমন্বয়েই শিক্ষ সহজ সুন্দর ও পূর্ণতা লাভ করে থাকে। কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যও চাই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষক। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এই জমানার শিক্ষকরূপেই আবি-র্ভূত হয়েছেন। তাঁকে গ্রহণ না করলে মুসলমানদের উদ্ধারের পথ সুগম হতে পারে না। বর্তমান মুসল-মানগণ নিজেদের আচরণ দ্বারা ঘন ঘন এই সত্যের প্রমাণ দিচ্ছে।

যীশুখৃষ্ট যদি তাঁর বর্তমান উম্মতদের স্বচক্ষে দেখাতেন আর রবার যদি মোটেও না ছিড়ত

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৬৮) নিউইয়র্ক হতে রয়টার মারফত নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ

ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের সকল আন্তর্জা-তিক নিয়মকানুন লংঘন করছে। যুদ্ধ বিরোধী আন্ত-ধর্মীয় গ্রুপ এই অভিযোগ করে।

তারা বলেন যে, মার্কিন সৈন্যরা শিশুদের হত্যা করছে। গ্যাস প্রয়োগ করছে, বাড়িঘর ধ্বংস করছে, ফসল নষ্ট করছে। তা'ছাড়া যুদ্ধবন্দীদের বিশেষ ধরণের নির্যাতন করার জন্য অন্যের হস্তে অর্পন করছে। ইন দি নেম্ অব এমেরিকা নামক একটি পুস্তকের মুখবন্ধে ২৯ জন প্রখ্যাত পাদ্রীর সাক্ষরিত এক ভাষ্যে এসব অভিযোগ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে পুস্তকটির সৌজন্য কপি প্রত্যেক মার্কিন সিনেটরকে প্রদান করা হবে।

পাদ্রীদের ভাষ্যে বলা হয় ঃ

নৈতিকতার দিক থেকে আজ যা চিন্তাও করা যায় না, আগামীকাল তাই স্বীকৃত সাধারণ সত্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। এক সময় আমরা যুদ্ধবিগ্রহে গ্যাস ব্যবহারের নিন্দা করেছি। কিন্তু যুদ্ধে বর্ধিত হারে গ্যাস ব্যবহার আমরা এখন সহ্য করছি। এখন আমরা নিয়মিত ভাবে ফসল ধ্বংস করছি, যেটা এক সময় আমরা নিন্দা করে এসেছি। আমা-দের মতবাদ রবারের মত সম্প্রসারণশীল।

সংবাদটি মনের কোণে বহু প্রশ্নের অবতারণা করে। এসব নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। পাঠকগণের সামনে আমরা দুটি বিষয় তুলে ধরা খুবই জরুরী মনে করছি।

প্রথম কথা হলো মার্কিন মুলুকে বর্তমান সভ্যতার ধারক ও বাহকদের মধ্যে শুধু উচ্চস্থানই নয় বরং সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। তা'ছাড়া দেশটি হযরত ঈসা মসি (আঃ)-এর অনুগামীদের মধ্যেও প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ভাবছি এখন যদি হযরত মসিহ (আঃ) ভিয়েতনামে গিয়ে উপস্থিত হতেন তবে তিনি সেখানে অবস্থিত তাঁর মার্কিনী উম্মতদের চিনতে পারতেন কিনা। এমন আদর্শ (?) উম্মত তৈরি করার জন্য নিজে শূলে চড়ে

ছিলেন কিনা একথা ভেবে হয়ত শূলে চড়ার চেয়েও বেশী ব্যথা পেতেন। কারণ তিনি ছিলেন মানব প্রেমিক। কোন দেশ বা জাতিকে ধ্বংস করে নিজের মতবাদ প্রতিষ্টা করেননি, করতে বলেন নি। প্রেমই ছিলো তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের মূল কথা। আর তার অনুগামীরা প্রেমকেই বলি দিয়েছে সর্ব প্রথম। তাও আবার নিজেদের কল্পিত আদর্শের বেদিতে।

দ্বিতীয়ত—'আমাদের মতবাদ রাবারের মত সম্প্রসারণশীল কথাটি বিবেচনা' করে দেখা প্রয়োজন। বস্তুতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের মতবাদের পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন হবে—এ অতি স্বাভাবিক ও সহজ সত্য কথা। কিন্তু সব সময়েই লক্ষ্য হবে সত্য ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করা। হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা বা মানবতার জন্য অমংগলের পথকে প্রশস্ত করার জন্য মতবাদকে সম্প্রসারণশীল করে তুল্লে পরিণামে এর বিষময় ফল হতে কেউ রক্ষা পাবে না। আফসোসের কথা হলো যখন বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে ওঠেও মার্কিনিরা এ সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারছে না বা সাময়িক স্বার্থের তাগিদে ইচ্ছাকৃতভাবে তা এড়িয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস সৃষ্টি করতে গিয়ে এরা ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করছে না। জড়বাদির সভ্যতার জোলসে এরা আধ্যাত্মিক চক্ষুটি হারিয়ে বসেছে। অন্তত দৃষ্টির অভাবে সত্যের চেয়ে স্বার্থ এদের কাছে বড় হয়ে ওঠেছে। এরা ভুলে গিয়েছে যে রবারের সম্প্রসারণশিলতারও সীমা আছে যা অতিক্রম করলে ছিড়ে যায়, মালিককে হতাশ করে।

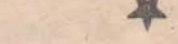

কৃপণ যদি জানত দান করলে বেড়ে যায়!

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

কৃষক শষ্য উৎপাদনের জন্যে যে বীজ সব চেয়ে উত্তম তাই বপন করে। যার কোন অভিজ্ঞতা নেই সে বলবে, "করলে কি? যা ভাল তাই ফেললে, কি দরকার ছিল ওগুলো নষ্ট করে?" তেমনই অনেক মূঢ় আছে যারা বলে আল্লাহর রাস্তায় চাঁদা দিলে বা খরচ করলে কি ফল আমরা বুঝি না। তারা বুঝবে না কোন দিন, কারণ বোঝার জন্য যে প্রেরণা ও চেষ্টা দরকার তা তাদের নেই। তারা ভাবে তারা যে দান করবে তাতে তাদের ধন কমে যাবে। কিন্তু দান করে যাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে তারা স্বীকার করেন যে, অর্থ দান করলে বাড়ে বৈ কমে না। এই অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তারা প্রয়োজনে তাদের সমস্ত অর্থ উজাড় করে দিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। এ সম্বন্ধে দুইজন অমুসলমানের অভিজ্ঞতা প্রসূত লেখার উদ্ধৃতি তুলে ধরলাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কৃপণ নামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি রূপক; কিন্তু ভাবসমৃদ্ধ। তাতে এক কৃপণ বলছে;

আমি ভিক্ষে করে ফিরতেছিলাম গ্রামের পথে পথে
তুমি তখন চলছিলে তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম লাগতেছিল চক্ষে মম
কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলাম এ কোন মহারাজ!

মহারাজকে দেখে কৃপণের মনে স্বপ্ন রঙ্গিন আশার উদ্রেক হয়েছিল, ভেবেছিল মহারাজ পথের দুধারে ধন ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিবেন, সে ভারে ভারে নিয়ে গিয়ে তার ভাণ্ডার পূর্ণ করবে—ভিক্ষে করে আর দ্বারে দ্বারে ফিরতে হবে না। কিন্তু একি? মহারাজ হঠাৎ তার সম্মুখে এসে রথ থামিয়ে দিয়ে "আমায় কিছু দাওগো" বলে বাড়িয়ে দিলেন হাত। ভিক্ষুক ভাবল এ কৌতুক; তদুপরি তার কৃপণতা তাকে একটি মাত্র শষ্যকণা দিতে উদ্বুদ্ধ করল। "ঝুলি হতে দিল তুলে একটি ছোট্ট কণা।" কিন্তু ঘরে এসে ভিক্ষের ঝুলি শূন্য করে সে দেখল, একটি স্বর্ণের কণা রয়েছে তার ভিক্ষের ঝুলিতে আর সব শষ্য কণা। তখন সে আক্ষেপ করে বলল:

দিলেম যা রাজ ভিখেরিরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে
তখন কাঁদে চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে
তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে?

জনাব গোলাম ছমদানী খাদিম সাহেবের কাছে প্রখ্যাত হোমিও ঔষধ ব্যবসায়ী বাবু মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত ব্যবসায়ী পুস্তিকায় লিখিত বাণিজ্য বিধি বিষয়ে শুনলাম। তাতে মহেশবাবু লিখেছেন; যতই অর্থ দান করা যায় ততই অর্থ বেড়ে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যারা দান করেন তাদের অর্থ কমে না, বাড়ে। আর আল্লাহর রাস্তায় দান করলে তো বেড়ে যাওয়ার কথাই। মানুষের ধনরত্ন যা কিছু সবই আল্লাহর এ কথা এক নাস্তিক ছাড়া সবাই বিশ্বাস করে। আল্লাহর পথে তা থেকে যদি খরচ করা হয় তাতে ধন কমে না বরং বেড়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা যদি থাকত তা হলে কেউ কেউ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে কৃপণতা করত না। দান করে যদি কারো অর্থ না বাড়ে তা হলে বুঝতে হবে সে নাম কেনার জন্য দান করেছে, নিস্বার্থভাবে আল্লাহর জন্য দান করে নাই।

বর্তমান যুগে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সিলসিলাহর মাধ্যমে সমস্ত জগতে তাঁহার একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত ও প্রচারিত হচ্ছে। এর জন্যে প্রয়োজন অর্থ। এ অর্থ আসবে কোথা হতে? আসবে আল্লাহর ঐ বান্দাদের কাছ হতে যারা আল্লাহর পথে দিতে মুক্তহস্ত। কৃপণ যারা তারা দেখবে মুক্তহস্তে দান-কারীদের অর্থই তাদের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে।

আল্লাহর রাস্তায় ইসলামের জন্য দান করতে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ) বলেছিলেনঃ "ইসলামের জন্য তোমরা যে অর্থ ব্যয় কর তা হাজার গুণ বেশী করে তোমাদের ফেরৎ দেওয়া হবে, এমন কি এর চেয়ে বেশীও যতক্ষন পর্যন্ত না সমস্ত জগতের অর্থ তোমাদের পদতলে আনিত হয়।"

পরিশেষে আর একটি কথা বলার আছে। আমরা যদি ঐ কৃপণের মত চিন্তা করি যে, আল্লাহর আবার কি অভাব তবে আমরা ভুল করব যেমন ভুল করেছিল কৃপণ। সে ভেবেছিল:

তোমার কিবা অভাব আছে ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে,
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা।

আল্লাহর চাওয়াকে যদি কৌতুক মনে করি, মনে করি প্রবঞ্চনা তা হলে সত্যি-সত্যি আমরা প্রবঞ্চিত হব।

★

॥ মৌলবী আবদুল মালেক খাদিম (রহঃ) স্মরণে ॥

গোলাম ছমদানী খাদিম

হায়! একটি বিরাট কর্মময় জীবনের অবসান ঘটিল, কুমিল্লা জিলার কস্‌বা থানার এলাকাধীন প্রসিদ্ধ খরমপুর মৌজার অধিবাসী জনাব আবদুল মালেক খাদিম সাহেব আর ইহজগতে নাই। বর্তমান ১৯৬৮ সনের ২৮ শা জুলাই মোতাবেক ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ রবিবার পূর্বাহ্ন বেলা ১১টা—৩০ মিঃ-এর সময় অনুমান ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

বর্তমান সনের জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম ভাগে তিনি কটি দেশে বাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। তিনি একমাত্র পুত্র ও স্ত্রী এবং চারিটি পৌত্র পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাহাদের হাফেজ ও নাসের হউন এবং তাহাদিগকে ধৈর্য্য ধারন করার ক্ষমতা ও সান্তনা দান করুন। আমীন।

তাঁহার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে আত্মীয় ও পরমবন্ধু জনাব গোলাম মৌলা খাদিম, গোলাম ছমদানী খাদিম এবং মৌলবী খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব হাজির ছিলেন। কুতুবুল আওলীয়া হযরত সৈয়দ আহমদ গেসুদরাজ ওরফে শাহ্পীর কল্লাশাহী (রহঃ)-এর মাজারস্থিত মসজিদের সংলগ্ন পূর্বদিকে তাঁহার মাতার কবরের পার্শ্বে তাঁহার অসিয়ত মোতাবেক তাঁহার নশ্বরদেহ সমাহিত করা হইয়াছে।

আখাউড়া, দেবগ্রাম, ক্রোড়রা, বাসুদেব, বিষ্ণুপুর গ্রামের আহমদী ভ্রাতাগণ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহর হইতে আগত মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহ্মদ, মৌলানা ফারুক আহমদ শাহেদ, মৌলবী শামছুজজুমান, ফরিদ আহমদ, মুহম্মাদ ইদ্রিছ, আফজাল আহমদ, কায়েদ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও প্রেসিডেন্ট জনাব কফিল উদ্দিন আহ্মদ তাঁহার জানাজায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাঁহার রুহের মাগফেরাত করুন এবং তাঁহার প্রতি অশেষ কল্যাণ ও রহমত বর্ষণ করুন! আমীন।

মরহুমের পিতা মুন্সী উজির আলী খাদিম সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাংলা নবীস মোক্তার ছিলেন এবং তিনি হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ মরহুম সাহেবের (রহঃ) হাতে বয়েত করিয়া পবিত্র আহ্মদীয়া জমাতে সামেল হইয়াছিলেন এবং ১৯১৯ ইং সনে পরলোকেগমন করেন। মোক্তার উজীর আলী খাদিম সাহেবের উদ্যোগে ও মরহুম মুন্সী আরশাদ আলী খাদিম সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুমান ১৯১৪ ইং সনে খরমপুর দরগায় হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর সাহাবী ডাঃ মুফতী মুহম্মদ সাদেক (রাজিঃ) সাহেব সহ ক্রোড়রা নিবাসী মৌলবী ওয়ায়েজ উদ্দিন সাহেবের এক বহস হয়। উক্ত বহসে মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব সহ প্রায় পঞ্চাশজন আহ্মদী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে যোগদান করিয়াছিলেন।

বহসের বিষয়বস্তু ছিল "হযরত ইসা নবী (আঃ) জীবত না মৃত।" মৌলবী ওয়ায়েজ উদ্দিন সাহেব একখানা কিতাব পাঠ করিয়া হযরত ঈসা নবী আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এই কথা প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জনাব মুফতী সাহেব পবিত্র কোরান হইতে কতিপয় আয়াত পাঠ করিয়া হযরত ঈসা (আঃ) নবীর মৃত্যু প্রমাণ করিলেন, অতঃপর তিনি উপস্থিত জনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া

মৌলবী ওয়ায়েজ উদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জনাব মৌলবী সাহেব আপনি এখন কোন্ কিতাব পাঠ করিয়া দলিল পেশ করিয়াছেন"? তিনি বলিলেন "মরহুম মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের কেয়ামতনামা পাঠ করিয়া দলিল দিয়াছি।" মুফতী সাহেব উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রতিপক্ষ মৌলবী সাহেব কেয়ামতনামা কিতাব হইতে দলিল দিয়াছেন আর আমি পবিত্র কোরানের আয়াত পাঠ করিয়া দলিল দিয়াছি, এখন বলুন আপনারা কেয়ামত নামা কিতাব মানিবেন না আল্লার কালাম পবিত্র কোরানের দলিল মানিবেন?" ইহাতে জনতা হাসিয়া বলিল, "আমরা আল্লার কালাম মানিব।" তৎপর বহসের সভা ভঙ্গ হইল।

অতঃপর মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব মুফতী সাহেব এবং বহসে যোগদানকারী সকল আহমদীগণ আরশাদ আলী খাদিম সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার মেহমানদারী কবুল করিয়া ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন, পরবর্তী কালে ১৯২৭ ইং সনে হযরত মসীহ মউদের (আঃ) সাহাবী হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেবের হাতে আরশাদ আলী খাদিম সাহেব বয়েত গ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ ইং সনের ৩রা মে তারিখে পরলোক গমন করেন।

জনাব আবদুল মালেক খাদেম সাহেব জন্মগ্রহণ করেন ১২৯৬ বাংলা মোতাবেক ১২৯৯ ত্রিপুরা সনে। ১৯১৭ ইং সনে সরাইল অন্নদা হাইস্কুল হইতে ১ম বিভাগে Matriculation পরীক্ষা পাশ করেন। তৎপর দুই বৎসর কাল ঢাকা গভর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৯ ইং সনে আই, এ, ফাইনেল পরীক্ষা দেন। ঢাকায় অধ্যয়ন কালে তিনি গভর্ণমেণ্ট ছাত্রাবাসে বাস করিতেন; তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খাঁ সাহেবের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। গভর্ণর বাহাদুর খাদ্যশষ্য সংগ্রহ অভিযান উপলক্ষে কয়েক বৎসর পূর্বে আখাউড়া মোকামে শুভাগমন করিলে জনাব আবদুল মালেক খাদেম সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং ছাত্র জীবনের বহু পুরাতন স্মৃতি লইয়া উভয়ে আলাপ আলোচনা করেন। গভর্ণর বাহাদুর খাদিম সাহেবকে ঢাকা গভর্ণর হাউসে দাওয়াত কবুল করার জন্য সাদর আহ্বান জানান। ইহাতে খাদেম সাহেব আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে তিনি বিবাহিত হন এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরে নিজবাসায় থাকিয়া মোক্তারশীপ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তদাবস্থায় ১৯২১ ইং সনে তদানীন্তন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করিয়া আখাউড়া রেল জংশনে চাকুরী করিতে থাকেন।

তৎকালে ১৯২৪ ইং সনে জনাব আবুল হাশেম খান চৌধুরী এম, এ, সাহেব সহ জনাব আবদুল মালেক খাদিম সাহেব কাদীয়ান শরীফে গমন করেন এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাজিঃ)-এর হাতে বয়েত করিয়া আহমদীয়া জমাতে দাখিল হন।

আখাউড়া রেল জংশনে একাদিক্রমে প্রায় ১৩ বৎসর চাকুরী করার পর তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করা হইলে তিনি চাকুরীতে ইস্তিফা দিয়া সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ছোট বড় ছয়ত্রিশটি গ্রাম সমন্বিত আখাউড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরূপে তিনি সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর কাল সুনাম, যশ ও দক্ষতার সহিত উহার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি আখাউড়া ঋণ সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বহুকাল খরমপুর পীর কল্লাশহীদ দরগাহ কমিটি ও ওয়াকফ ষ্টেটের সেক্রেটারী ছিলেন। মৌলবী গোলাম

মৌলা খাদিম সাহেব সহ তিনি ছিলেন খড়মপুর উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পাকিস্তান আন্দোলনে বিভাগপূর্ব ও বিভাগপরবর্তীকালে তিনি ছিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগের প্রাণ কেন্দ্র প্রেসিডেন্ট, এক বিরাট কর্মী পুরুষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা মোসলেম লীগের যোগসূত্র।

১৯৪৬ ইং সনে দেশে সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে শ্রীহট্ট জিলায় কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবের ঐতিহাসিক সফরকালে আখাউড়া রেল জংশনে খাদিম সাহেব মরহুম কায়েদে আযম ও জনাব সোহরওয়ার্দি সাহেবের মেহমান নেওয়াজী করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। দুইশত লীগ ভলান্টিয়ার কর্মী সহ তিনি শ্রীহট্ট জিলায় (Referendum) রেফারেণ্ডামকালে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি আখাউড়া রেল কর্মচারী সমিতির প্রেসিডেন্টও ছিলেন।

ইহা ছাড়া, স্থানীয় যাবতীয় জনহিতকর কার্যের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন, এলাকার দীন দরিদ্র, বিশেষতঃ বিপদগ্রস্ত লোকের তিনি ছিলেন পরমবন্ধু। বিপদে পতিত হইয়া সাহায্যের জন্য কেহ তাঁহার স্মরণাপন্ন হইলে তিনি তাহার সাহায্যে দিনরাত তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়া যাইতেন।

আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য তাঁহার ছিল অগাধ, অকৃত্রিম মহব্বৎ, ভালবাসা। তিনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। অসত্য, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও শয়তানীর সহিত জীবনে তিনি কোন দিন কোনরূপ (Compromise) সমঝোতা করিতে পারেন নাই। স্থানীয় আহ্‌মদীয়া জমাত সমূহের বিশেষ বিশেষ সংকটের সময় যথা—বিষ্ণুপুর গ্রামে জমাত প্রতিষ্ঠাকালে বিরোধীদের কঠোর বয়কট দমনে, হবিগঞ্জ এলাকায় লাঠিয়া গ্রামে আহমদীগণের উপর কঠোর নির্য্যাতন হইলে, চাঁদপুর সাবডিভিশনের ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরদুঃখিয়া জামাতের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীগণের মিথ্যা মোকদ্দমা উপলক্ষে এবং হাজিগঞ্জ থানার দেবকরা গ্রামে শান্তিভঙ্গের মোকদ্দমা হইলে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিতেন; আপোষে পরস্পর বিবাদ মীমাংসা করিয়া শান্তি স্থাপন করার প্রচেষ্টা তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়া বাইবেলে বর্ণিত উক্তি—"Blessed are the peace makers." এই বাণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ তথ্যপূর্ণ সংবাদ-সংগ্রহ, ছোট বড় প্রচলিত আইন কানুনের জ্ঞান বর্জ্জন ও লোক সমাজে উহার প্রচার এবং প্রবল অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর জীবনের একটা বৈশিষ্ট। দেনা পাওনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী; মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব পর্যন্ত তিনি কর্মঠ জীবন যাপন করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তাঁহার উপর আপন ফযল ও করুণা বর্ষণ করুন। আমীন।

★

॥ হযরত আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ) স্মরণে ॥

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

বাংলার আহমদীয়াতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় নাম আল্লামা জিল্লুর রহমান। আজ তিনি পরলোকে, তাঁহার নশ্বর দেহ রাবওয়ার পুতঃ মৃত্তিকায় সমাহিত। "জন্মিলে মরিতে হয়, অমর কে কোথা রয়।" কিন্তু তিনি অমর রহিয়াছেন তাঁহার কর্মের মাধ্যমে, তিনি চির স্মরণীয় হইয়া রহিবেন সকলের স্মৃতি পটে।

জন্ম ও পিতৃ পরিচয়

জনাব জিল্লুর রহমান সাহেব প্রায় ৭৫ বৎসর আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছাইট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জনাব কারী নঈমুদ্দীন সাহেবও একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তাঁহারা চার ভাই। বড় ভাই জনাব মৌলবী বজলুর রহমান সাহেব লাখনৌ শহরে পোষ্টমাষ্টার হিসাবে চাকুরী করিতেন। ভাই-এর তবলিগে আহমদী মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শেষ জীবনে কাদিয়ানে বসতি স্থাপন করেন। দেশ বিভক্ত হইবার পর তাঁহার স্ত্রী-পরিজন রাওয়ালপিণ্ডিতে আছেন। তৃতীয় ভ্রাতা মুতিউর রহমান এম. এ. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মুসলীম মিশনারী হিসাবে দীর্ঘ ২৫ বৎসর কার্য করিয়াছেন। তিনি সে দেশে এম. আর. বেঙ্গলী নামে পরিচিত। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাজিঃ) তাঁহাকে সুফী উপাধি দান করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন পর্যন্ত 'দি মুসলিম সানরাইজ' ও 'দি রিভিউ অব রিলিজিয়নস্' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন করেন। ৪র্থ ভ্রাতা মাহবুবুর রহমান বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ হিসাবে কাদিয়ানে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার হোমিও ডিসপেনসারীর নাম ছিল 'দি বেঙ্গল হোমিও ফার্মেসী'।

শিক্ষা ও বয়েত গ্রহণ

জনাব আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব ঢাকা গভর্ণমেণ্ট সিনিওর মাদ্রাসা হইতে আরবীতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৪ সালে হযরত মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের সহিত যখন হযরত হাফেজ সুফি রওশন আলী সাহেব (রাজিঃ) ঢাকার উক্ত মাদ্রাসা পরিদর্শনে যান তখন আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মাদ্রাসার মোদাররেসদের সত্য বুঝিবার সৌভাগ্য না হইলেও এই তরুণ ছাত্র সত্য অনুধাবন করিতে পারিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন।

আল্লামা ডিগ্রী তিনি কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পান নাই। আমি ১৯৬০ ইসাব্দে তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আমি কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ ডিগ্রি পাই নাই। যখন হাদীসুল মাহদী গ্রন্থখানি মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের রদ্দে কাদিয়ানীর জবাবে লিখি ও প্রকাশ করি তখন তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর খান সাহেব মোবারক আলী সাহেব উক্ত উপাধি আমাকে দেন এবং বলেন, 'আপনাকে অনারারী ডিগ্রি দেওয়া গেল।'

কর্মময় জীবন

তাঁহার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের কর্মময় জীবন এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যক্ত করা সম্ভব নহে? যদি আল্লাহ্ কোন দিন সুযোগ ও সৌভাগ্য দেন তাহা হইলে প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখি। এ সম্বন্ধে আমাদের গুরুজনদের কাছে নিবেদন যেন তাঁহারা এই মহান মহাপুরুষের জীবনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী সংগ্রহ করেন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

তিনি ছাত্রাবস্থায় আহমদীয়া মতবাদ গ্রহণ করেন এবং নিজকে সম্পূর্ণভাবে জামাতের সেবায় নিয়োজিত করেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি বাংলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল বিরোধিতার মোকাবিলা করিয়াছেন। বাংলার সর্বোত্তরে বেলাকোবা সর্ব দক্ষিণে চট্টগ্রাম পটুয়াখালী কলিকাতা পূর্বে শ্রীহট্ট পশ্চিমে বাকুড়া ভরতপুর, কৃষ্ণনগর সর্বত্র তিনি প্রয়োজনে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রাণের ভয় তাঁহার ছিল না; সকল বিরুদ্ধ সভায় তিনি অকুতোভয়ে উপস্থিত হইয়া বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়াছেন।

ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের অন্যতম খলিফা বঙ্গবিখ্যাত আলেম মৌলানা রহুল আমীন সাহেবের লিখিত রদ্দে কাদিয়ানীর জবাবে তিনি যে অমর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (হাদীয়ুস মাহদী) উহা যুগ যুগ ধরিয়া বাংলার আহমদীয়াতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে। উহার জবাবে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এমনই চুপ হইয়াছিলেন যে, আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আর মুখ খুলেন নাই। তিনি হাদীসের দোয়া নামেও একটি সংকলন বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার আরবী জ্ঞান যে কত বেশী ছিল তাহার প্রমাণে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি ও তিনি একদিন ঢাকার দারুত তাবলীগ মসজিদে বসিয়াছিলাম; এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, সে আরবী। জনাব আল্লামা সাহেব তাঁহার সহিত আরবীতে আলাপ শুরু করিলেন। মনে হইল আরবী যেন তাঁহার মাতৃভাষা। ঐ আরবী তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া উর্দুতে কথা শুরু করিল। বলিল, "বহুদিন হিন্দুস্থানে থাকিয়া আরবী ভুলিয়া গিয়াছি।"

তাঁহার বিবাহ ও সন্তান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বাসুদেব নিবাসী এক বিশিষ্ট আহমদী হযরত মৌলবী হায়দার আলী (রহঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; তাঁহার গর্ভে আল্লামা সাহেবের চারি পুত্র চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র আতাউর রহমান সাহেব নারায়নগঞ্জে চাকুরী করেন। দ্বিতীয় পুত্র মজিবর রহমান সাহেব রাওয়ালপিণ্ডির লব্ধপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট। তৃতীয় পুত্র সাইফুর রহমান ও কনিষ্টপুত্র হামিদুর রহমান লেখাপড়া করিতেছে।

কাদিয়ানে বাড়ী

কাদিয়ানে একখানা বাড়ী করিবার ইচ্ছা তাঁহার বহুদিন ধরিয়া ছিল। কিন্তু আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধা থাকায় উহা সম্ভব হইতেছিল না। ১৯৩৯ ইসাব্দের পর হইতে তিনি তাঁহার চেষ্টা কাদিয়ানে বাড়ী তৈরী করার দিকে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু কোনরূপ আশার মুখই তিনি দেখিতে পাইলেন না। সেই সময় তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন কলিকাতা শহরের কলেজ স্কোয়ারে হাঁটিতেছেন। এমন সময় তিনি রব শুনিলেন যে, ঐ পথে খোদা আসিতেছে। যখন খোদা তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে আসিল তখন তিনি দেখিলেন, খোদা তাঁহার পিতার চেহারায়। তিনি দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার মাথা স্বপ্নে দেখা খোদার বুকে পড়িল। বাস্তবে তাঁহার পিতা তাঁহারই সমান ছিলেন অথবা কয়েক আঙ্গুল কম বেশী। তিনি খোদাকে জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমাকে কাদিয়ানে বাড়ী করার ব্যবস্থা করে দিবে কিনা বল?" স্বপ্নের খোদা কোন উত্তর না দিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তখন আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব তাঁহার বুকে মুখ ঘসিতে ঘসিতে বারবার বলিতে লাগিলেন।

চোখের জলে ভিজিয়ে দেব,
তোমার বুকের বসন খানি।

পুনরায় তিনি আব্দার করিয়া বলিলেন, "বল আমার বাড়ীর ব্যবস্থা তুমি করছ কি না?' উত্তরে

স্বপ্নের খোদা না-সূচক মাথা নাড়িলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। এই স্বপ্ন গত ২২শে নভেম্বর ১৯৬৮ তারিখে জুমার নামাযের পরে ঢাকা দারুত তাবলিগের মসজিদের সম্মুখে জনাব মৌলবী আহমদ আলী সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেন।

আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং আপ্রাণ চেষ্টায় কাদিয়ানে তাঁহার বাড়ী হইয়াছিল ঠিক কিন্তু মাত্র কয়েক বছরই তিনি সেখানে বাস করিতে পারেন। ১৯৪৭ সালে উহা ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় এবং সুযোগমত উহা তিনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। খোদা কাদিয়ানে তাঁহার জন্য গৃহ করা মঞ্জুর করেন নাই।

অবসর জীবন ও মৃত্যু

ষাট বৎসর তখনও পূর্ণ হয় নাই অথবা অতিক্রান্ত হইলেও ঐ বয়সে বড় কেহ দুর্বল হইয়া পড়েন না। কিন্তু আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব এত দুর্বল হইয়া পড়েন যে ১৯৫৮ সালের জলসায় তিনি ভালভাবে বক্তৃতাই করিতে পারেন নাই—অথচ পূর্বে তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত এবং অতি দূরবর্তী স্থানের শ্রোতাও তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইত। কোন মাইকের দরকার হইত না। একবার এক মাইকের অপারেটার বলিয়াছিল, "সাহেব সভায় আপনার মাইক দরকার হয় না।" ১৯৫৮ সালের জলসায় যেদিন তিনি বক্তৃতা দেন, তার পরদিন কি কয়েকদিন পর মনে নাই, আমি যেন কাহার কাছে বলিতেছিলাম যে, জনাব আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের বয়স তো বেশী হয় নাই অথচ এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন?" পাশ দিয়া হযরত মৌলানা মুমতাজ আহমদ সাহেব (রহঃ) যাইতেছিলেন; তিনি থমকিয়া দাড়াইলেন এবং তাঁহার শ্রীহট্টির কথায় বলিলেন, "আমরা তো হিসাব করিয়া চলি নাই।" জনাব মুমতাজ আহমদ সাহেবকে কিন্তু তখন তত দুর্বল মনে হয় নাই। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন বলিয়া উহা বলিয়াছিলেন। অবশ্য আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের আগেই তিনি আপন প্রভুর সন্নিধানে গমন করেন। ইনশাল্লাহ্ বারান্তরে তাঁহার জীবনের উপরও আলোকপাত করিব।

তাঁহার মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে আমি তাঁহার সহিত নারায়ণগঞ্জের বাড়ীতে দেখা করিতে যাই এবং লক্ষণ দেখিয়া মনে করি যে, তাঁহার আয়ু শেষ হইয়াছে; আমি আঞ্জুমানে ফিরিয়া মৌলবী আহমদ সাদেক সাহেব ও অন্যান্যকে বলি, যাহারা পারেন আল্লামার সহিত দেখা করিয়া আসুন; তিনি হয়ত আর বেশীদিন বাচিবেন না। কিন্তু তখনও কি ভাবিয়াছিলাম মাত্র দুইদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিতে হইবে। আমি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই তখন তিনি অনেক কথাই বলেন এবং অনেক ইচ্ছাই প্রকাশ করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমীর সাহেব কোথায়?" আমি বলি, "তিনি দিনাজপুরে আহমদনগরে গিয়েছেন।" পরে আমীর সাহেবের কাছে জানিয়াছি যে, তিনি আহমদনগর হইতে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পথে চুয়াডাঙ্গায় অবস্থান করিতেছিলেন. মৌলবী আলী আকবর সাহেব (রহঃ)-এর মৃত্যুর দিনও তিনি চুয়াডাঙ্গাতে ছিলেন। তিনি আমাকে আদেশ দেন যে, তিনি (আমীর সাহেব) ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিলে যেন আমি তাঁহার ছালাম পৌঁছাই এবং অনুরোধ করি তাঁহাকে দেখিয়া আসিবার জন্য। "তিনি আসবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন।"

তাঁহার মৃত্যুর পরে আমরা এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি। তাঁহার নশ্বর দেহ প্রথমে নারায়ণগঞ্জের সাধারণ গোরস্থানেই দাফন করার ইচ্ছা করা হইয়াছিল; কিন্তু পরে ইচ্ছা প্রকাশ

করা হয় যে, তাঁহাকে আজিমপুর গোরস্থানেই দাফন করা হইবে। কিন্তু ঢাকার আমীর জনাব এস, এম, হাসান সাহেব বলেন; "না তা হতে পারে না; তাঁর লাশ আমানত হিসেবে দারুত তবলিগে দাফন করা হোক। সুযোগ ও সুবিধামত পরে রাবওয়া বা কাদিয়ানে পাঠান হবে।" কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার, তাঁহারই পথে আত্মনিবেদিত ব্যক্তির লাশ আল্লাহ্ রাবওয়ায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যাহা অনেক ধনী ব্যক্তি নিজেদের পিতা বা নিকট আত্মীয়দের জন্য পারেন না। কয়েকজন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা হইয়া তাঁহার লাশ রাবওয়ায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

আমার পরিবর্ত্তনে আল্লামা

জনাব আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব যখন ১৯৬০-৬১ সালে আঞ্জুমানে অবস্থান করেন তখন অন্যান্যের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হইয়াছি।

নানা কারণে এবং বিভিন্নভাবে আঘাত খাইয়া আমি নাস্তিকের পর্যায়ে পৌছিয়াছিলাম। তখন তিনি নানাভাবে আমাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকেন।

তাঁকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়াছি, তিনি বিরক্ত হইয়াছেন, অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু পরক্ষণেই ডাকিয়া লইয়া নানা উপদেশ দিয়াছেন। দোয়া যে কবুল হয় এবং উহাই যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অন্যতম বড় প্রমাণ তাহা তিনি আমাকে বুঝাইতে গিয়া একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করেন, বলেন; তাঁহার কোন এক নিকট আত্মীয় রেলওয়ে বিভাগে চাকুরী করিতেন। তাহার ডিপার্টমেন্ট হইতে বলা হইল যদি তুমি ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাশ করিতে না পার তাহা হইলে চাকুরী থাকিবে না। সেই ভদ্রলোক অন্ধকার দেখিলেন। পরিবার পরিজন লইয়া পথে বসার আশঙ্কা কারণ তিনি যেহেতু অঙ্ক ভাল জানেন না সেহেতু পাশের কোন ভরসায় ছিল না। তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রাজিঃ)-কে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া দোয়ার আবেদন জানান। হযরত সাহেব তাঁহার জন্য দোয়া করেন ও জানান "তুমি পাশ করবে, চাকরী থাকবে।" ভদ্রলোক লিখিলেন, "আপনি দোয়া করেছেন; কিন্তু আমি কোন আশাই দেখছি না; কারণ যে সব অঙ্ক আসবে তা আমার মাথায় ঢুকে না।" হযরত সাহেব উত্তরে লিখিলেন, "আমি বলছি তুমি সফল হবে, চাকরী থাকবে।" যথাকালে ভদ্রলোক পরীক্ষা দিতে গেলেন। গিয়া দেখেন কোন অঙ্কই তাঁহার পারার মধ্যে নয়। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "হায় হযরত সাহেব (রাজিঃ) এত আশা দিলেন, সবই বিফলে যাবে?" এক ঘন্টা পার হইল; তিনি খাতা জমা দিতে যাইবেন, হঠাৎ খাতা উল্টাইয়া দেখেন লিড পেন্সিল দিয়া কি সব যেন আঁকা। তিনি পরখ করিয়া দেখিলেন ঐ অঙ্কটা তাঁহারই প্রশ্নের সর্বাপেক্ষা কঠিনটি আর যাহার জন্য মার্ক ৪০। তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, অপর দুইটির ত্রিশ ত্রিশ করিয়া ৬০ মার্কস, ত্রিশ পাইলেই পাশ। ভদ্রলোকের পার্শ্বে একজন ভাল পরীক্ষার্থী ছিলেন; তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন, ঐ অঙ্কের ফল ঠিক তাই যা তাতে করা আছে। তিনি তখন আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিয়া ঐ অঙ্কটি হুবহু তুলিয়া দিয়া আসিলেন। আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, "আল্লাহ্‌র বান্দাদের ঈমান উজ্জিবিত করার জন্য, তাঁহার প্রিয় বান্দার কথা সত্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি এমনই অলৌকিক ঘটনা ঘটান।"

তখন আমি প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছিলাম গোপনে। আমার বিশিষ্ট বন্ধুরা ছাড়া এই কথা কেউ

জানিত না। কিন্তু কিভাবে যেন হযরত মৌলানা সাহেব তাহা জানিতে পারেন। আমি পরীক্ষা দিয়া ফিরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন দেখিতে চান। আমি তাঁহাকে প্রশ্নপত্র দিলে জিজ্ঞাসা করেন, "১ম পত্রের কত উত্তর দিয়েছেন।" আমি বলিলাম, "৯০; কিন্তু যা লিখেছি তাতে পাশ করার ভরসা নাই।" তিনি বলিলেন. "পঞ্চাশ পাবেন। দ্বিতীয় পত্রে কত উত্তর দিয়েছেন।" আমি বলিলাম, "মাত্র আশির, এও যাচ্ছে তাই খারাপভাবে।" তিনি বলিলেন, "আটচল্লিশ পাবেন।" তিনি উভয় মার্কই প্রশ্ন পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন ও স্বাক্ষর করিলেন। আমি সন্দেহ প্রকাশ করিলাম, "এত মার্ক আমি পেতেই পারি না।" কারণ ইংরাজীতে অত পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। তিনি বলিলেন, "রেজাল্ট আউট হোক, আপনি দেখবেন পান কিনা?" যথাকালে ফল প্রকাশিত হইল, দেখা গেল আমি একশ এক মার্ক পাইয়াছি। তাঁহার হিসাব মত ৯৮ পাইবার কথা; আমি তিন বেশী পাইয়াছি কিন্তু কম পাই নাই। আল্লাহ তাঁহার প্রিয় বান্দার দোয়া কিভাবে পূরণ করেন তা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়া আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে আর ভাবিয়াছি ঐ বৃদ্ধ অসহায় লোকটী আল্লাহর কতনা প্রিয়? ক্ষুদ্র একটি বৈদ্যুতিক তার কতই না তুচ্ছ, কিন্তু যখন উহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন এক মত্ত হস্তীকেও নিমেষে ধরাশায়ী করে; তেমনই আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির কথায় ও দোয়ায় অসাধ্য সাধন হয়।

★

খোদা লাভে অগ্রসর হও

হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস, ইহা তোমাদিগকে জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তোমাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সংবাদ

পরলোকে হযরত মৌলবী কুদরতুল্লাহ সৌনওয়ারী সাহেব (রাজিঃ)

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কুদরতুল্লাহ্ সৌনওয়ারী সাহেব (রাজিঃ) গত ১৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার করাচীতে প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁহার লাশ ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় করাচী হইতে চেনাব এক্সপ্রেসে রাবওয়ায় নীত হয় এবং বেহেশতী মোকবেরায় সমাহিত করা হয়।

জনাব কুদরতুল্লাহ্ সাহেব (রাজিঃ) ১৮৯৮ ইসাব্দে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা অনুধাবন করিয়া তাহার পবিত্র হস্তে বয়েত করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি যখন গত ১৯৬২ ইসাব্দে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাজিঃ)-এর আদেশে বাংলার জামাতগুলি পরিদর্শনে আসেন তখন আহমদনগরে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দোয়াতেই তাঁহার নয়টী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, অথচ ডাক্তাররা তাঁহার স্ত্রীর সন্তান জন্ম-দানের শক্তি নাই বলিয়া রায় দিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত দোয়াগো বুজুর্গ ছিলেন, যখন তিনি দোয়া করিতেন তখন নিজেকে এভাবে আল্লাহর জিকিরে নিয়োজিত করিতেন এবং নিজেকে এরূপ অসহায় জ্ঞান করিতেন যে, তাঁহার শরীর ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত।

তিনি যখন আহমদ নগর পরিদর্শনে ছিলেন তখন তাঁহার উপর সুরা নহর এলহাম হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমন একদিন আসিবে যেদিন ঐ অঞ্চলে দলে দলে লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করিবে।

তিনি ১৯৬২ সালে বাংলার জমাতগুলি পরিদর্শনের সময় যাহারা তাঁহাকে দোয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের নামগুলি লিখিয়া নেন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক দিন রাত্রে তাহাদের নাম ধরিয়া দোয়া করিতেন। মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা তিনি চালু রাখিয়াছিলেন। বন্ধুগণ তাঁহার রুহের উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিবেন।

আমীর সাহেবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন।

একপক্ষকাল পশ্চিম পাকিস্তান সফরের পর প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব বিমানযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

তাঁহার পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে তিনি ২রা নভেম্বর পেশওয়ারে যান। রংপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ আইনজিবী জনাব বদরুদ্দীন আহমদ এডভোকেট সাহেবও তাঁহার সহিত পেশওয়ার সফরে যান। তাঁহারা ৬ তারিখে পেশওয়ার ত্যাগ করেন এবং জনাব আমীর সাহেব করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; কিন্তু জনাব বদরুদ্দীন সাহেব পথে রাওয়ালপিণ্ডির জামাত দেখিবার জন্য নামিয়া যান। তিনি রমযান শরীফ রাবওয়ায় কাটাইবার ইচ্ছা রাখেন।

পেশওয়ার জামাতের মোহতারিম আমীর জনাব সামসুদ্দীন সাহেব, আনসারুল্লার যয়ীম সাহেব, বিশেষ বিশেষ মেম্বারগণ ও সদর মুরুব্বী মৌলবী মোহাম্মাদ সিদ্দিক সাহেব, জনাব আমীর সাহেব ও মৌলবী

বদরুদ্দীন সাহেবকে তাঁহাদের পেশওয়ারে অবস্থানকালে সদা আন্তরিক অভ্যর্থণা ও আপ্যায়ন দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছেন। ভোরে শীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে ট্রেনে চাপাইবার জন্য দূর দূর স্থান হইতে জামাতের মেম্বরগণ মসজিদ ও স্টেশনে আগমন করেন। সেখানে পৌঁছানর সময়েও তাঁহারা অনুরূপ সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন। জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেব ও জনাব বদরুদ্দীন সাহেবকে ২রা নভেম্বর সন্ধ্যায় আনসারুল্লাহর তরফ হইতে এক টি পার্টি দেওয়া হয় এবং ৫ই নভেম্বর তারিখে সন্ধ্যার পূর্বে কেন্টনমেণ্ট আহমদীয়া মসজিদে তাঁহাদিগের সম্মানে জামাতের কার্য নির্বাহক কমিটীর তরফ হইতে এক চা চক্রের আয়োজন করা হয় এবং মগরবের নামাযের পর জামাতের মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। উহাতে জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেব প্রায় পৌণে এক ঘণ্টাকাল উর্দু ভাষায় বাঙ্গলা দেশের আহমদীয়ত সম্বন্ধে এবং পাঠান মুলুকে আহমদীয়দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং পেশওয়ার জামাতের বন্ধুগণের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জনাব বদরুদ্দীন সাহেবও প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল ইংরাজীতে রংপুরে আহমদীয়ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ইহার পর পেশওয়ারের আমীর সাহেব বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দোয়ার আবেদন

চরদুঃখিয়া আঞ্জুমানের জনাব আহমদউল্লাহ্ ঢালী সাহেব আমীর সাহেবকে লিখিত এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, তিনি হাফানীতে খুবই কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার আশু রোগমুক্তির জন্য তিনি দোয়া করিতে সকল বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছেন।

• • •

রাবওয়ার জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পা ও হাতের গাঁটগুলি ফুলিয়া যাওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছেন। সকল বন্ধুকে তাঁহার আরোগ্যের জন্য দোয়া করিতে তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দুর্গারামপুরে জলসা

দুর্গারামপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে আগামী ৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারীতে (১৯৬৯) তাহাদের ৫ম বার্ষিকী জলসা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সেখানকার প্রেসিডেন্ট সাহেব জানাইয়াছেন।

★

খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল স্তম্ভ

তোমরা যদি খোদার উপর আত্মসমর্পণ কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকিবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন। তোমরা শত্রু হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু খোদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও অবগত নহ যে, তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী! যদি তোমরা অবগত থাকিতে, তবে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হইতে না।

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লেখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,
১২।	ইসলামে খেলাফত	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1 75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*